আইন সহায়িকা

কতিপয় পারিবারিক ও ফৌজদারী আইন

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

সহায়হীনদের জন্য আইন সাহায্য সংস্থা

cvwievwiK AvBb

মুসলিম বিয়ে

মুসলিম আইন অনুযায়ী বিয়ে একটি ধর্মীয় বিধান। দুজন প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মস্তিস্ক নারী ও পুরুষের স্বামী স্ত্রী হিসাবে বসবাস করার সামাজিক স্বীকৃতি হলো বিয়ে। আইন অনুযায়ী এটা দেওয়ানী চুক্তিও বটে।

we‡qi kZ

বৈধ বিয়ের শর্তগুলো নিম্নরূপ-

ক) বর ও কনের বয়স

খ) প্রস্তাব ও গ্রহণ (ইজাব ও কবুল)

গ) সাক্ষী

ঘ) দেনমোহর

ঙ) রেজিস্ট্রেশন/কাবিন

K) c¶M‡Yi eqm

বিয়ের চুক্তি সম্পাদনের সময় বর ও কনেকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। আইন অনুযায়ী বরের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর এবং কনের বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর হতে হবে (বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯)।

L) c¶M‡Yi m¤§wZ (BRve I Kej)

একপক্ষ অপর পক্ষকে সুস্পষ্টভাবে বিয়ের প্রস্তাব দেবে এবং অপর পক্ষের দ্বারা তা সুস্পষ্টভাবে গ্রহণ করতে হবে। সাধারনত বরপক্ষ কনে পক্ষের নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে থাকে। বিয়ের প্রস্তাবকে ইজাব এবং গ্রহণকে কবুল বলে। এই ইজাব ও কবুল একই বৈঠকে ২ জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হতে হবে। বিয়ের প্রস্তাব এবং গ্রহণ বর ও কনের স্বাধীন সম্মতির ভিত্তিতে হতে হবে। এক্ষেত্রে বর ও কনেকে স্বেচ্ছায় সম্মতি দিতে হবে। কোনভাবেই জোরপূর্বক বা ভয়ভীতি দেখিয়ে সম্মতি আদায় করা যাবে না।

M) mv¶x

মুসলিম বিয়েতে দুজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ সাক্ষী থাকতে হবে অথবা ১জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা সাক্ষী থাকতে হবে।

N) ‡`b‡gvni

মুসলিম বিয়ের অন্যতম শর্ত হলো মোহরাণা বা দেনমোহর নির্ধারণ। মুসলিম বিবাহে যে অর্থ বা অন্য কোন সম্পত্তি বিয়ের সময় স্বামী তার স্ত্রীকে প্রদান করেন বা দিতে স্বীকার করেন সে অর্থ বা সম্পত্তিকে দেনমোহর বলা হয়। যা স্ত্রীর প্রতি সম্মান বা মর্যাদার প্রতীক।

‡`b‡gvni wbaviY : দেনমোহর সাধারণত বর ও কনের সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। দেনমোহর হিসাবে যে কোন পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু কোন অবস্থাতেই স্বামী ন্যূনতম ১০ দিরহাম বা সমপরিমান অর্থ অপেক্ষা কম নির্ধারণ করতে পারবে না। বিয়ের সময় দেনমোহর নির্ধারণ করা না হয়ে থাকলে বিয়ের পরেও তা নির্ধারণ করা যায়। তবে সেক্ষেত্রে ন্যায্য দেনমোহর নির্ধারণের সময় স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদা এবং পিতার পরিবারের অন্যান্য মহিলা সদস্যের যেমন স্ত্রীর আপন বোন, ফুপু, ভাইয়ের মেয়ের দেনমোহরের পরিমাণ বিবেচনা করাকে প্রাধান্য দিতে হবে। এছাড়া প্রয়োজনে আদালতের মাধ্যমে দেনমোহর নির্ধারণ করা যায় কিংবা স্বামী কর্তৃক যে কোন সময় দেনমোহরের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়।

‡`b‡gvn‡ii cKvi‡f`

‡`b‡gvni `B cKvi †hgb:

১. <u>*তাৎক্ষণিক দেনমোহর:*</u> তাৎক্ষনিক দেনমোহর স্ত্রীর চাহিবা মাত্র পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে স্ত্রী তাৎক্ষণিক দেনমোহর না পাওয়া পর্যন্ত স্বামীর সাথে বসবাস (দাম্পত্য মিলন) করতে অস্বীকার করতে পারেন।

২. <u>*বিলম্বিত দেনমোহর:*</u> যে দেনমোহর বিবাহ বিচ্ছেদ (তালাক) অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর পরিশোধ করতে হয় তাকেই বিলম্বিত দেনমোহর বলে। এছাড়াও স্বামী সালিসী পরিষদের অনুমতি ছাড়া ২য় বিয়ে করলে স্ত্রী বা স্ত্রীগণের দাবীক্রমে বিলম্বিত দেনমোহর পরিশোধ করতে হয়।

মনে রাখতে হবে বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য মিলনের পূর্বে বিবাহবিচ্ছেদ হলে কিংবা স্বামীর মৃত্যু হলে সম্পূর্ণ দেনমোহরের অর্ধেক পরিশোধ করতে হবে।

†`b‡gvni Av`vq Kivi c×wZ: আইন অনুযায়ী দেনমোহর স্বামীকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। কারণ দেনমোহর স্ত্রীর আইনগত, একচ্ছত্র অধিকার এবং সবসময়ই স্বামীর ঋণ। স্ত্রী পারিবারিক আদালতে মামলা করে দেনমোহর আদায় করতে পারবেন। দেনমোহর দাবী করার পর স্বামী ঐ দাবী পরিশোধ না করলে স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে পৃথক থাকতে পারবেন এবং ঐ অবস্থায় স্বামী অবশ্যই তার ভরনপোষন প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

O) †iwR‡÷kb/Kvweb

মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন অনুযায়ী প্রত্যেক বিয়ে অবশ্যই রেজিস্ট্রি করতে হবে। কার সঙ্গে কার, কত তারিখে, কোথায়, কত দেনমোহর ধার্যে, কি কি শর্তে বিয়ে সম্পন্ন হলো তার একটা হিসাব

সরকারী নথিতে লিখে রাখাই হল রেজিস্ট্রেশন/কাবিন। নির্ধারিত যে ফর্ম পূরণ করে বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা হয় তাকেই নিকাহনামা বা কাবিননামা বলা হয়।

‡iwR‡÷k‡bi `wqZ¡ Ges ‡iwR‡÷kb bv Kivi mvRv: বর্তমান আইন অনুযায়ী বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করার দায়িত্ব মূলতঃ বরের উপর বর্তায়। বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা আবশ্যক অন্যথায় নিকাহ রেজিস্ট্রার এবং পাত্রের ২ বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকারের সাজার বিধান রাখা হয়েছে।

weevn ‡iwR‡÷kb/Kweb Kivi c×wZ

- যে ক্ষেত্রে কাজী বিয়ে পড়িয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে কাজী তাৎক্ষনিকভাবে বিয়ে রেজিস্ট্রি করবেন।
- যেক্ষেত্রে কাজী বিয়ে না পড়িয়ে অন্য কেউ বিয়ে পড়িয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই বর উক্ত এলাকার সংশ্লিষ্ট কাজীকে বিয়ের ৩০ দিনের মধ্যে বিয়ের সম্পর্কে জানাবেন
- উপর্যুক্তভাবে বর কাজীকে বিয়ে সম্পর্কে জানানোর পর কাজী তাৎক্ষণিকভাবে বিয়ে রেজিস্ট্রি করবেন

ZvB c‡Z¨K‡K wb‡R‡`i c‡qvR‡bB wbgwjwLZ mdj †c‡Z n‡j we‡q ‡iwRw÷ Ki‡Z n‡e

⇒ কাবিননামা বিয়ের চুক্তিপত্র। কারণ রেজিস্ট্রিকৃত নিকাহনামা বা কাবিননামা ছাড়া বিয়ে প্রমাণ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার;

⇒ বিয়ে রেজিস্ট্রি করা থাকলে তালাকের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা সহজ হয়;

⇒ বিয়ে চুক্তির অবসান হলে বা তালাক হলে দেনমোহর এবং ভরণপোষণ আদায়ের জন্য রেজিস্ট্রিকৃত কাবিননামার প্রয়োজন হয়;

⇒ সন্তানের বৈধ পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য কাবিননামার প্রয়োজন হয়;

⇒ স্বামী কিংবা স্ত্রীর মৃত্যু হলে উত্তরাধিকারী হিসাবে সম্পত্তি আদায়ের ক্ষেত্রেও রেজিস্ট্রিকৃত কাবিননামার প্রয়োজন হয়;

⇒ এছাড়াও বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রিকৃত কাবিননামার প্রয়োজন হয়।

হিন্দু বিয়ে

হিন্দু বিয়ে মূলতঃ একটি ধর্মীয়পবিত্র বন্ধন।

wn›` we‡qi kZ 4wU

১। বয়স

২। স্বাধীন মতামত

৩। যজ্ঞ বা কুশন্ডিকা

৪। সপ্তপদী বা সাতপাক

১) eqm : হিন্দু বিয়ের বয়স একটি উল্লেখযোগ্য শর্ত। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ এর অধীন বরের বয়স অবশ্যই ২১ বৎসর এবং কনের ১৮ বৎসর পূর্ণ হতে হবে।

2) ¯vaxb gZvgZঃ হিন্দু বিয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত পক্ষগণের অর্থাৎ বিয়েতে বর ও কনের স্বাধীন মতামত থাকতে হবে।

cvß eq¯‹ ei I K‡b‡K Zv‡`i ¯vaxb m¤§wZ mv‡c‡¶ we‡qi Rb¨ c¯wZ wb‡q we‡qi cieZx `wU ¸i“ZcY KvR hÁ Ges mßc`x ev mvZcvK ‡kl K‡i AvBbZt we‡qi KvR m¤úb Ki‡Z n‡e|

3) hÁ ev KkwÛKv :

যজ্ঞ হিন্দুদের একটি পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান। যা হিন্দু বিয়েতে অত্যন্ত জরুরী। যজ্ঞ অনুষ্ঠানে আগুনের সম্মুখে বর ও কনেকে পুরোহিতের মাধ্যমে বেদ মন্ত্র পাঠ করতে হয় এবং স্বামী স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অঙ্গীকার করতে হয়।

4) mßc`x ev mvZcvK :

সপ্তপদী হচ্ছে আগুনের চারদিকে বর ও কনেকে সাতপাক ঘোরানো। সাতপাক ঘোরনো মাত্র হিন্দু বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়।

wn›` we‡q‡Z hÁ ev KkwÛKv Ges mßc`x ev mvZcvK G `ÕwU Abôvb Aek¨B cvjb Ki‡Z nq|

বাল্য বিবাহ

১৯২৯ সালের বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন অনুসারে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকারী পক্ষদ্বয়ের (নারী অথবা পুরুষের) যে কোন একজন শিশু বা নাবালক হলে তাকে বাল্য বিবাহ বলা হবে। "বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকারী পক্ষদ্বয়" বলতে যে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বা হবে এমন যে কোন এক পক্ষকে বুঝাবে। এই আইন অনুযায়ী বাল্যবিবাহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। নাবালক বলতে পুরুষ হলে ২১ বৎসরের নীচে এবং মহিলা হলে ১৮ বৎসরের নিচে এমন যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাবে।

evj¨ weev‡ni djvdj

নাবালক ছেলে মেয়ের বিয়ে হলে তা বাতিল বা অবৈধ হিসাবে গণ্য হবে না। এরূপ বাল্য বিবাহের ফলে সাবালক হওয়ার পর ছেলে কিংবা মেয়ে বিয়ে অস্বীকার করতে পারে। তবে শর্ত থাকে যে স্বামী স্ত্রী হিসাবে কোন দৈহিক সম্পর্ক হলে পরবর্তীতে ঐ বিয়ে অস্বীকার করা যাবে না।

evj¨ weevn wb‡iva AvBb Abhvqx wb‡gv³ †¶‡Î evj¨weevn kw¯‡hvM¨ Aciva

- 21 ermi eq‡mi AwaK †Kvb †Q‡j ev ei Ges 18 erm‡ii Kg †Kvb †g‡q ev K‡bi mv‡_ we‡qi Pw³ m¤úv`b n‡j cvß eq¯‹ †Q‡j ev e‡ii GKgvm webvkg Kviv`Û ev 1000/= UvKv Rwigvbv ev Dfq cKv‡ii mvRv n‡Z cv‡i|
- A_ev 18 erm‡ii AwaK †Kvb †g‡q ev K‡b Ges 21 ermi eq‡mi Kg †Kvb †Q‡j ev e‡ii mv‡_ weevn m¤úv`b n‡j cvß eq¯‹ †g‡q ev K‡bi GKgvm webvkg Kviv`Û ev 1000/= UvKv Rwigvbv ev Dfq cKv‡ii mvRv n‡Z cv‡i|
- ‡h ‡Kvb e¨w³ bvevj‡Ki we‡q m¤úv`b, cwiPvjb, ev wb‡`k †`b Zvn‡j †m ew³i GKgvm webvkg Kviv`Û ev 1000/=UvKv Rwigvbv ev Dfq cKv‡ii mvRv n‡Z cv‡i|
- ‡h mKj wcZvgvZv Ges AwffveK bvevj‡Ki we‡q w`‡e Zv‡`i GKgvm webvkg Kviv`Û ev 1000/=UvKv Rwigvbv ev Dfq cKv‡ii mvRv n‡Z cv‡i|

evj¨ weevn ‡iva Ki‡Z n‡j KiYxq

বাল্য বিবাহ হচ্ছে বা হতে যাচ্ছে দেখলে নিকটস্থ ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনে গিয়ে জানাতে হবে।

বহুবিবাহ

1961 mv‡ji gmwjg AvBb Aa¨v‡`k †gvZv‡eK ÔÔ‡Kvb e¨w³B eZgvb we‡q envj _vKv Ae¯vq mwjmx cwil‡`i wjwLZ cevbgwZ Qvov Av‡iKwU we‡qi Pw³ Ki‡Z cv‡i bv Ó

¯x eZgvb _vKv Ae¯vq Av‡iKwU we‡q Ki‡Z PvB‡j KiYxq:

কোন ব্যক্তির যদি এক স্ত্রী বর্তমান থাকাকালে আর একটি বিয়ে করার প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে তার বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীগনের মধ্যে সর্বশেষ স্ত্রীর এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট আর একটি বিয়ে করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তাকে প্রস্তাবিত বিয়ের কারণ এবং এই বিয়েতে বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীগণের (একাধিক থাকলে) সম্মতি রয়েছে কিনা তা উল্লেখ করতে হবে।

†h e¨w³ mwjmx cwil‡`i AbgwZ Qvov Av‡iKwU weevn K‡ib, Zvi Rb¨ 1961 mv‡ji gmwjg cwiewiK AvBb Aa¨v‡`‡ki 6(5) aviv mvRv n‡jv wbgi/c :

(K) eZgvb ¯x ev ¯xM‡Yi cvc¨ Zvr¶wbK I wejw¤Z ‡`b‡gvn‡ii UvKv Zr¶bvr cwi‡kva Ki‡Z n‡e| ‡gvnivbvi UvKv Hi/‡c cwi‡kva Kiv bv n‡j Zv e‡Kqv fwg ivR¯i/‡c Av`vq‡hvM¨ n‡e|

(L) Awf‡hv‡M †`vlx cgwbZ n‡j 1 eQi chš webvkg Kviv`Û ev 10,000/= UvKv chš Rwigvbv A_ev Dfq`Û n‡Z cv‡i|

সালিসী পরিষদ যে সকল বিষয় বিবেচনা করে বর্তমান বিবাহ বহাল থাকা অবস্থায় অন্য বিবাহের অনুমতি দিতে পারেন:

* বর্তমান স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব,
* শারীরিক মারাত্মক দূর্বলতা,
* দাম্পত্য জীবন সম্পর্কিত শারীরিক অযোগ্যতা,
* মানসিকভাবে অসুস্থতা বা উন্মত্ততা ইত্যাদি
* দাম্পত্য অধিকার পুনর্বহালের জন্য আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন ডিক্রীর ইচ্ছাকৃত বর্জন

eûweev‡ni djvdj

- ¯x ev ¯xMY m¤úY †gvnivbvi UvKv `vex Ki‡Z cv‡i| ¯vgx m¤úY †gvnivbvi UvKv cwi‡kva Ki‡Z AvBbZ eva¨|
- eZgvb ¯x ev ¯xMY Av`vj‡Z gvgjv K‡i weevn we‡”Q` Ki‡Z cv‡ib|
- 2q we‡q Kivi Kvi‡Y 1g ¯x Avjv`v emevm K‡il fiY‡cvlY cv‡eb|
- ZvjvKcvß 1g ¯xi mv‡_ emevmiZ bvevjK mšvb‡`i A_vr ‡Q‡j n‡j 7 eQi eqm chš Ges †g‡q n‡j we‡q bv nIqv chš fiY‡cvlY w`‡Z wcZv AvBbZ eva¨|
- ¯x ev ¯xMY %ea we‡qi djvdj wnmv‡e Zvi ¯vgxi wbKU †`b‡gvni, fiY‡cvlY, DËiwaKvixi AwaKvi jvf Ki‡e Ges Zv‡`i ˆea mšvbMY wcZvi wbKU fiY‡cvlY Ges DËiwaKv‡ii AwaKvi jvf Ki‡e|
- GKBfv‡e 2q ¯x %ea we‡qi djvdj wnmv‡e Zvi ¯vgxi wbKU †`b‡gvni, fiY‡cvlY, DËiwaKvixi AwaKvi jvf Ki‡e Ges Zvi ˆea mšvb wcZvi wbKU fiY‡cvlY Ges DËiwaKv‡ii AwaKvi jvf Ki‡e|

তালাক

মুসলিম বিবাহ একটি চুক্তি। যুক্তিসঙ্গত কারণে এ চুক্তি বা বন্ধন ছিন্ন করা যায়। আইন মোতাবেক বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাকে বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক বলা হয়।

Zvjv‡Ki Rb¨ Acwinvh wZbwU kZ nj:

- ❖ তালাক উচ্চারণ করতে হবে
- ❖ চেয়ারম্যানকে নোটিশ প্রদান করতে হবে
- ❖ নোটিশের কপি স্বামী/স্ত্রীকে প্রদান করতে হবে

মনে রাখতে হবে রাগের মাথায় তালাক বা তালাকের মৌখিক উচ্চারণের সাথে সাথে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তালাক ঘটে যাওয়ার যে নিয়ম পূর্বে প্রচলিত ছিল, বর্তমানে তা আর প্রযোজ্য নয়।

1961 mv‡ji gmwjg cwiewiK AvBb Aa¨v‡`‡ki 7(1) aviv Abhvqx Zvjv‡Ki †bwUk †`qvi c×wZ:

যেভাবেই বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক ঘটুক না কেন যে পক্ষ তালাক দিতে চাইবে সে পক্ষ তালাক উচ্চারণের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপর পক্ষের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা মিউনিসিপ্যালিটির বা সিটি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এর নিকট নোটিশ লিখিতভাবে পাঠাবে এবং ঐ নোটিশের কপি অতিসত্ত্বর অপর পক্ষের নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা নেবে। উল্লেখ্য যে, তালাক উচ্চারণের সময় স্বামী/স্ত্রী যে ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভায় বাস করবেন সে এলাকার চেয়ারম্যানকে নোটিশ দিতে হবে। তবে আদালতের মাধ্যমে কোন বিবাহ ভঙ্গ মামলার ডিক্রি হলে সে ডিক্রির কপি চেয়ারম্যানকে প্রদান করলেই ৭ ধারার নোটিশ দেয়ার বিধান প্রতিপালিত হবে।

Zvjv‡Ki †bwUk bv †`qvi mvRv

তালাকের ক্ষেত্রে বর্তমান আইনে প্রদত্ত নিয়ম পালন না করলে ১ বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ড কিংবা ১০,০০০/= টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবে।

Zvjv‡Ki †bwUk cvIqvi ci †Pqvig¨v‡bi `wqZ

যে পক্ষ থেকেই তালাকের নোটিশ দেওয়া হোক না কেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নোটিশ পাওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে উভয় পক্ষের মনোনীত প্রতিনিধি নিয়ে সালিসী পরিষদ গঠন করবেন। সালিসী পরিষদ উভয় পক্ষকে ডেকে সমঝোতার চেষ্টা করবেন। সমঝোতার চেষ্টা সফলও হতে পারে, ব্যর্থও হতে পারে। সেক্ষেত্রে সালিসী পরিষদের একমাত্র কাজ হল আপোষের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করা।

‡bwUk †`qvi ci cbivq msmvi ev wgjwgk

যে পক্ষ থেকেই তালাকের নোটিশ দেওয়া হোক না কেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নোটিশ পাওয়ার পর উভয় পক্ষের মনোনীত প্রতিনিধি নিয়ে মিলমিশের চেষ্টা করবেন। মিলমিশের চেষ্টা সফল হলে তালাকের নোটিশের কোন কার্যকারিতা থাকবে না এবং তাদের পুনরায় বিয়েরও কোন প্রয়োজন হবে না।

g‡b ivL‡Z n‡e beŸB (90) w`b cvi bv nIqv chš` `¤úwZ‡K AvBbwm× ¯vgx ¯x wn‡m‡eB aiv n‡e Ges G mgq ¯vgx Zvi ¯x‡K fiY‡cvlY c`vb Ki‡e|

Zvjv‡Ki KvhKwiZv

চেয়ারম্যানের হাতে যে তারিখে নোটিশ পৌঁছবে সেদিন থেকে ৯০ দিন পর বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক কার্যকর হবে। অর্থাৎ নোটিশ পাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে সালিসীর কোন উদ্যোগ নেয়া না হলেও তালাক কার্যকর বলে গণ্য হবে। তবে স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে গর্ভকাল শেষ হওয়ার পর তালাক কার্যকর হবে।

স্ত্রীর তালাক

কাবিননামার ১৮নং কলামে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার অধিকার প্রদান করতে পারেন। এ ক্ষমতাকে তালাকে তওফিজ বলা হয়। এ ক্ষমতা শর্তযুক্ত কিংবা শর্তহীন হতে পারে। এ ক্ষমতার অধিকারীনি স্ত্রী কর্তৃক তালাক উচ্চারণ করা হলে বা বিয়ে ছিন্ন করতে হলে তাকেও অবশ্যই তালাক উচ্চারণ করতে হবে, ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ আইনের ৭(১) ধারা মোতাবেক চেয়ারম্যানকে নোটিশ দিতে হবে এবং ঐ নোটিশের কপি স্বামীকে দিতে হবে। চেয়ারম্যানের নোটিশ প্রাপ্তির দিন থেকে ৯০ দিন পর তালাক কার্যকর হবে।

g‡b ivL‡Z n‡e ¯x ZvjvK w`‡j †Kvbfv‡eB †`b‡gvn‡ii AwaKvi ¶Y n‡e bv|

ZvjvK †iwR‡÷kb

১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন মোতাবেক তালাক কার্যকর হওয়ার পর অবশ্যই তালাক রেজিস্ট্রি করতে হবে।

cvwievwiK Av`vj‡Zi gva¨‡g ZvjvK

১৯৮৫ সনের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের বিধান মতে গঠিত পারিবারিক আদালত বিবাহ ভঙ্গের ডিক্রি দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ডিক্রি প্রদানের সাত দিনের মধ্যে আদালত ডিক্রির নকল রেজিস্ট্রি ডাকযোগে চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন। কপি পাওয়ার পর চেয়ারম্যান ঐ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন যে পদক্ষেপ তিনি তালাক প্রদান সংক্রান্ত নোটিশ পাবার পর গ্রহণ করবেন।

তবে যেক্ষেত্রে স্ত্রীর তালাকে তৌফিজের ক্ষমতা থাকবে না সেক্ষেত্রে স্ত্রী ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ ভঙ্গ আইন মোতাবেক তার স্বামীকে আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবেন।

Zvjv‡K †Zŵd‡Ri ¶gZv †`qv bv _vK‡j 1939 mv‡ji gmwjg weevn f½ AvBb †gvZv‡eK †h †h Kvi‡Y ¯¿x Av`vj‡Z weevn we‡"Q‡`i gvgjv Ki‡Z cv‡ib:

১. চার বৎসর পর্যন্ত স্বামী নিরুদ্দেশ থাকলে

২. দুই বৎসর যাবৎ স্ত্রীর খোরপোষ দিতে স্বামী অবহেলা করলে বা ব্যর্থ হলে

৩. ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ মোতাবেক সালিসী পরিষদের অনুমতি ছাড়া স্বামী ২য় বিয়ে করলে

৪. সাত বৎসর বা তদুর্দ্ধকালের জন্য স্বামী কারাবাসে দন্ডিত হলে [দন্ড চূড়ান্ত হলে]

৫. কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত ক্রমাগত তিন বৎসর দাম্পত্য দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে

৬. স্বামী পুরুষত্বহীন হলে এবং বর্তমানেও চলতে থাকলে

৭. দুই বৎসর কাল যাবৎ স্বামী পাগল বা কুষ্ঠরোগ বা ভয়ানক যৌনব্যাধিতে ভুগতে থাকলে

৮. বাল্যবিবাহ হলে যদি দাম্পত্য সম্পর্ক না হয় তবে স্ত্রীর ১৮বৎসর পূর্ণ হলে

৯. নির্যাতনমূলক বা নিষ্ঠুর আচরণ যেমন (ক) অভ্যাসগতভাবে আঘাত করলে বা নিষ্ঠুর আচরণ দ্বারা, উক্ত আচরণ দৈহিক পীড়নের পর্যায়ে না হলেও তার জীবন শোচনীয় করে তুলেছে এমন ধরণের হলে (খ) স্বামীর নারী সঙ্গ থাকলে বা কলংকিত জীবনযাপন করলে (গ) স্বামী নীতিহীন জীবনযাপন করতে স্ত্রীকে বাধ্য করার চেষ্টা করলে (ঘ) স্ত্রীর সম্পত্তি হস্তান্তরে স্বামী বাধা দিলে (ঙ) ধর্ম পালনে স্ত্রীকে বাধা দিলে (চ) একাধিক স্ত্রীর সাথে সমান ব্যবহার না করলে।

১০. মুসলিম আইন মোতাবেক তালাকের জন্য বৈধ হেতু হিসাবে স্বীকৃত অন্য যে কোন কারণে।

ga¨eZx© we‡q ev wnjv we‡qi c‡qvRbxqZv †bB

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৭(৬) ধারা অনুসারে যে স্বামী স্ত্রীর তালাক ৭ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে কার্যকর হয়েছে অর্থাৎ বিয়ের অবসান হয়েছে সে স্ত্রী অন্য কোন ব্যক্তির সাথে মধ্যবর্তীকালীন বিয়ে বা হিলা বিয়ে ছাড়াই তার পূর্ব স্বামীকে পুনরায় বিয়ে করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, তিনবার পর্যন্ত একই স্বামী বা স্ত্রীর সাথে উপরোক্ত পদ্ধতিতে তালাক কার্যকর হলে তাদের মধ্যে পুনরায় বিয়ের ক্ষেত্রে হিলা বিয়ের প্রয়োজন নেই।

সন্তানের অভিভাবকত্ব এবং হেফাজত

- সাধারনত নাবালক সন্তানের শরীর এবং সম্পত্তির বৈধ ও আইনগত অভিভাবক পিতা। মাতা নাবালক সন্তানের শরীর ও সম্পত্তির হেফাজতকারী। মুসলিম আইনে সকল ব্যক্তির চেয়ে মা তার সন্তানের হেফাজতের ব্যাপারে একজন উত্তম অধিকারি বলে গণ্য হবেন। স্বামীর নিকট থেকে পৃথক বসবাস করেন কেবল এ অজুহাতে সন্তানের হেফাজতের ব্যাপারে মায়ের অধিকার ক্ষুন্ন হবে না।

- যদিও পিতা নাবালকের শরীর ও সম্পত্তির স্বাভাবিক আইনানুগ অভিভাবক তথাপি তালাক কার্যকর হবার পর মা সাত বৎসরের নীচের পুত্র সন্তান এবং কন্যা সাবালিকা বা বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত মা তাদের হেফাজতের অধিকারিনী। এ সময় পিতা তাদের ভরণপোষণ করতে আইনত বাধ্য।

- তবে মায়ের হেফাজতে থাকাকালীন পিতা অবশ্যই সন্তানের উপর তদারকি বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এবং তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করবেন। মায়ের হেফাজতে থাকাকালীন মা যদি পিতাকে সন্তান দেখতে না দেন তবে পিতা সন্তানের হেফাজতের জন্য আদালতের আশ্রয় নিতে পারবেন। আবার মায়ের হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে পিতা যদি সন্তানের ভরণপোষণ প্রদান না করেন তবে সেক্ষেত্রে ধরে নেয়া হবে তিনি নাবালকের কল্যাণে আগ্রহী নন এবং নাবালক শিশুটির ৭ বৎসর পূর্ণ হবার পরও তার মায়ের নিকট থেকে পৃথক করে পিতার নিকট দেয়া যাবে না।

- একইভাবে পিতা তার আচরণের কারণে শিশুর তদারকি বা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব হারাতে পারেন। পিতার কোন আচরণের কারণে আদালত যদি মনে করেন যে, তাকে নাবালকের তদারকি বা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিলে নাবালকের কল্যাণ নিশ্চিত হবে না সেক্ষেত্রে পিতা নাবালকের তদারকি বা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব হারাবেন।

- সাত বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর নাবালক যদি বুদ্ধিসম্পন্ন অভিমত প্রকাশ করতে সক্ষম হয় এবং সে তার মায়ের নিকট থাকতে চায় তবে আদালত তার সহজাত ক্ষমতাবলে নাবালকের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে মায়ের নিকট থাকার আদেশ দিতে পারেন।

- শিশুর তত্ত্বাবধানের জন্য প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল "নাবালকের মঙ্গল ও কল্যাণ"। ফলে তার তত্ত্বাবধানের প্রশ্নটি শুধু বয়সের উপর নির্ভরশীল নয় বরং তার মঙ্গল ও কল্যাণের বিষয় বিবেচনার উপর নির্ভরশীল।

খোরপোষ

মুসলিম আইনে খোরপোষ বলতে জীবন ধারনের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান সহ অন্য নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদিকে বোঝায়। খোরপোষ পক্ষগনের সামাজিক মর্যাদা সহ আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভর করে।

‡Lvi‡cvl ‡K Kv‡K w`‡Z eva¨

¯¿x : স্ত্রী বা স্ত্রীগন স্বামীর কাছ থেকে বিবাহ বলবৎ/বর্তমান থাকাকালীন খোরপোষ পাওয়ার অধিকার লাভ করে। স্ত্রী বা স্ত্রীগন যতদিন স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকবে এবং যুক্তিযুক্ত নির্দেশসমূহ পালন করবে, ততদিন স্ত্রী বা স্ত্রীদের ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর। স্বামীর দারিদ্র, ভগ্নস্বাস্থ্য, বেকারত্ব, কারাবরণ অথবা অন্য কোন অজুহাতই খোরপোষ দেয়ার ব্যর্থতা হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। অর্থাৎ স্ত্রী বা স্ত্রীদের খোরপোষ দেয়ার ক্ষেত্রে স্বামীর খোরপোষ দেয়ার ক্ষমতা নাই এটা কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি নয়। বিবাহ যতদিন বহাল থাকবে ততদিন স্ত্রী বা স্ত্রীগণের খোরপোষ যোগাতে স্বামী বাধ্য।

‡Lvi‡cv‡li cwigvY

খোরপোষের পরিমাণ স্বামী স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভর করে। অনেক সময় নিকাহনামায় উল্লেখ থাকে স্বামী মাসিক কত টাকা খোরপোষ দিবেন। সাধারণ অবস্থায় স্বামী তার নিজ গৃহেই স্ত্রী বা স্ত্রীদেরকে খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান দিয়ে থাকেন। কেবলমাত্র ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে অর্থাৎ আইনসঙ্গত বা যুক্তিযুক্ত কারণে যখন স্ত্রী আলাদা বসবাস করে তখন স্বামী নগদ অর্থ দ্বারা খোরপোষ যোগাবেন। এক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিবারের সামাজিক মর্যাদা, স্বামীর উপার্জন বা সামর্থকে অবশ্যই বিবেচনায় এনে খোরপোষ নির্ধারণ করতে হবে।

Avjv`v fv‡e emevm K‡i I †Lvi‡cv‡li AwaKvi

সাধারণত একজন স্ত্রী স্বামীর সাথে বসবাস না করে পিত্রালয়ে বা অন্যত্র বসবাস করলে স্বামীর নিকট খোরপোষ পাবার অধিকারিনী নন।

তবে এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে অর্থাৎ কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বামীর সাথে বসবাস করতে অস্বীকার করে আলাদাভাবে বসবাস করলে স্ত্রী স্বামীর নিকট ভরণপোষণ পাবার অধিকারিনী।

- স্ত্রীর তাৎক্ষণিক বা আশু দেনমোহর পরিশোধ না করলে
- স্বামীর নিষ্ঠুরতার কারণে
- স্বামী যদি অভ্যাসগতভাবে খারাপ ব্যবহার করে
- সুদীর্ঘকাল স্ত্রীর নিকট থেকে স্বামী দূরে থাকলে
- সালিসী পরিষদের অনুমতি ছাড়া স্বামী ২য় বিয়ে করলে
- অন্য কোন আইনসঙ্গত কারণে স্ত্রী স্বামীর সাথে বসবাস না করে আলাদা বসবাস করলেও স্ত্রী ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী।

Zvjv‡Ki ci †Lvi‡cvl

তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী কেবলমাত্র ইদ্দতকালীন সময়ের জন্য খোরপোষ পাবে। অর্থাৎ তালাক কার্যকর হওয়ার পর স্ত্রী মাত্র তিনমাসের জন্য খোরপোষ পাবে। যদি স্ত্রীকে তালাকের বিষয়টি অবহিত করা না হয় তবে যতদিন পর্যন্ত তালাক সম্পর্কে স্ত্রী না জানবে ততদিন পর্যন্ত তিনি খোরপোষ পাবার অধিকারিনী হবেন। তবে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে যে ইদ্দতপালন করতে হয়ে সে সময়ের জন্য স্ত্রী কোন খোরপোষ পাবেন না।

¯x †Lvi‡cvl `vex K‡i Av‡e`b Ki‡j †Pqvig¨v‡bi KiYxq

আইনগত অন্য ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও স্ত্রী খোরপোষ দাবী করে স্বামীর বিরুদ্ধে চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করতে পারবেন। আবেদন পাওয়ার পর চেয়ারম্যান স্ত্রী এবং স্বামী উভয় পক্ষের পছন্দ মতো একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে সালিসী পরিষদ গঠন করবেন। সালিসী পরিষদ স্ত্রীর দাবীর যৌক্তিকতা যাচাই করে খোরপোষের পরিমাণ নির্ধারণ করে সিদ্ধান্ত দেবেন এবং সে মোতাবেক একটি সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করবেন।

কোন পক্ষের প্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে সালিসী পরিষদ কর্তৃক দেয়া আদেশ বেআইনী বা বাতিলযোগ্য। এ আদেশের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়ন পত্র দেয়ার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সহকারী জজ আদালতে পুনরীক্ষণের জন্য আবেদন করা যাবে এবং এ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য হবে।

সন্তান

পুত্রগণ সাবালক না হওয়া পর্যন্ত এবং কন্যাগণ বিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত পিতার নিকট জন্মগত অধিকার হিসাবে তাদের ভরণপোষণ লাভ করার অধিকারী। পিতা দরিদ্র হলেও তার সন্তানদের ভরণপোষণ দিতে বাধ্য।

ছেলে সন্তান ৭ বৎসর পর্যন্ত এবং কন্যা সন্তান বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত যদি তার মায়ের নিকট কিংবা মায়ের মার/নানীর নিকট থাকে তবুও পিতা তার ভরণপোষণ দিতে বাধ্য।

এছাড়া পঙ্গু, অক্ষম, পাগল এবং মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী সাবালক সন্তানও পিতার নিকট খোরপোষ পাবার অধিকারী।

তবে সন্তানগন যদি অন্যায়ভাবে পিতার সাথে থাকতে অস্বীকার করে কিংবা যে শিশু তার নিজস্ব সম্পত্তির আয় থেকে নিজের ভরণপোষণ করতে সক্ষম সে শিশুর ভরণপোষণ দিতে পিতাকে বাধ্য করা যাবে না।

পিতামাতা

মুসলিম আইন মোতাবেক স্বচ্ছল সন্তান দুঃস্থ পিতামাতার ভরনপোষন দিতে বাধ্য।

‡Lvi‡cvl cvIqvi †¶‡Î AvBbMZ fv‡e Kibxq:-

ক) যদি স্বামী আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীত স্ত্রী বা স্ত্রীদেরকে অবহেলা করেন কিংবা সঙ্গত কারণ ছাড়া স্ত্রীর খোরপোষ বহন না করেন তাহলে স্ত্রী যে এলাকায় বসবাস করেন সে এলাকার পারিবারিক আদালতের মাধ্যমে খোরপোষ পাবার জন্য মামলা করতে পারেন।

খ) উপরোক্ত বিধান ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের/পৌরসভার/সিটি কর্পোরেশনের সালিসী পরিষদের মাধ্যমেও স্ত্রী খোরপোষ পেতে পারেন।

গ) সন্তান এবং পিতাপাতাও আদালতের মাধ্যমে খোরপোষ পাবার জন্য মামলা করতে পারেন।

যৌতুক

†hŠZK wb‡iva AvBb, 1980 মোতাবেক যৌতুক বলতে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত যে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানতকে বুঝাবে যাঃ

ক) বিবাহের এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে; অথবা
খ) বিবাহের কোন এক পক্ষের পিতামাতা কর্তৃক বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক অপর পক্ষকে বা অপর কোন ব্যক্তিকে, বিবাহকালে বা বিবাহের পূর্বে বা পরে যে কোন কালে উক্ত পক্ষগণের বিবাহে পণ হিসাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত বা প্রদান করতে সম্মত যে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানতকে বোঝায়।

bvix I wkï wbhvZb `gb (ms‡kvab) AvBb, 2003 †gvZv‡eK †hŠZK A_ -

- ❖ কোন বিবাহের বর বা বরের পিতা বা মাতা বা প্রত্যক্ষভাবে বিবাহের সাথে জড়িত বর পক্ষের অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে, বিবাহ স্থির থাকার শর্তে, বিবাহের পণ হিসাবে বিবাহের কনে পক্ষের নিকট দাবীকৃত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ; অথবা
- ❖ কোন বিবাহের কনে পক্ষ কর্তৃক বিবাহের বর বা বরের পিতা বা মাতা বা প্রত্যক্ষভাবে বিবাহের সাথে জড়িত বর পক্ষের অন্য কোন ব্যক্তিকে উক্ত বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে, বিবাহ স্থির থাকার শর্তে, বিবাহের পণ হিসাবে প্রদত্ত বা প্রদানে সম্মত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ;

†hŠZ‡Ki mvRv

‡hŠZK wb‡iva AvBb, 1980 †gvZv‡eK †hŠZK MnYB bq, †hŠZK c`vb Ges †hŠZK `vex Kiv I kw¯— gjK Aciva| GQvov G AvBb Abhvqx †hŠZK c`vb ev Mn‡Yi mKj cKvi Pw³ ewZj wnmv‡e MY¨ n‡e Ges †hŠZK `vex Kivi wKsev Av`vb c`v‡bi 1 erm‡ii g‡a¨ Av`vj‡Z gvgjv Ki‡Z n‡e|

g‡b ivL‡Z n‡e, বিয়ের পরে অর্থাৎ শুধু বিয়ের মজলিসে বা পূর্বে নয় বিয়ের পরেও যদি যৌতুক হিসাবে টাকা পয়সা বা অন্য কোন মূল্যবান সম্পদ দাবী করা হয় তাও যৌতুক হিসাবে গণ্য হবে এবং শাস্তিমূলক অপরাধ হিসাবে বিবেচিত।

mvRv: যৌতুক প্রদান, গ্রহণ বা দাবী করলে সর্বোচ্চ ৫ বৎসর এবং সর্বনিম্ন ১ বৎসর মেয়াদের কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয়বিধ প্রকারে দন্ডনীয় হবে।

chŠZ‡Ki Kvi‡Y gZ¨ NUv‡bv I AvNvZ Kivi mvRv

নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ মোতাবেক যদি কোন নারীর স্বামী অথবা স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটান বা ঘটানোর চেষ্টা করেন, উক্ত নারীকে আহত করেন বা আহত করার চেষ্টা করেন তা হলে উক্ত স্বামী বা স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি-

(ক) মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদন্ড বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার জন্য যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দন্ডের অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন।

(খ) মারাত্মক জখম করার জন্য যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে অথবা অনধিক ১২ বছর কিন্তু অন্যূন ৫ বছর সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

(গ) সাধারণ জখম করার জন্য অনধিক তিন বছর কিন্তু অন্যূন ১ বছর সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং উক্ত দন্ডের অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দণ্ডনীয় হবেন।

KwZcq ‡dŠR`vix welq

cwj‡ki KvD‡K gviai Kivi AwaKvi Av‡Q wK?

মনে রাখতে হবে আমাদের সকলের সাংবিধানিক অধিকার হল :

ÔÔ‡Kvb e¨w³‡K hšYv †`Iqv hvB‡e bv wKsev wbôi, AgvbwIK ev jvÃbvKi `Û †`Iqv hvB‡e bv wKsev Kvnvi I mv‡_ Abi/c e¨envi Kiv hvB‡e bv Ó|

থানা হেফাজতে থাকাকালে বা জিজ্ঞাসাবাদকালে অর্থাৎ তদন্ত, হাজত বা রিমান্ডের নামে পুলিশ কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে মারধর করা সম্পূর্ণ বেআইনী। অর্থাৎ পুলিশ তার দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে বা গ্রেফতারের পর পুলিশের হেফাজতে থাকাকালে কাউকে অযথা মারধর করতে পারে না।

- ❖ কিন্তু কোন আসামীকে গ্রেফতার করতে গিয়ে পুলিশ যদি বাধার সম্মুখীন হয় বা আসামী পলায়নপর হয় তবে আসামীকে ধরার জন্য বা পলায়ন রোধের জন্য যতটুকু বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয় ঠিক ততখানি বলপ্রয়োগ করতে পারে।
- ❖ তাছাড়া শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশ কখনো কখনো বেআইনী সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার জন্য বল প্রয়োগ করতে পারে।
- ❖ এছাড়াও দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোন ব্যক্তি কর্তৃক আক্রমণের শিকার হলেও পুলিশ বল প্রয়োগ করতে পারে।

তবে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পনকারী ও শান্ত অপরাধীকে গ্রেফতারের সময় পুলিশ মারধর বা বল প্রয়োগ করতে পারে না। সর্বদাই লক্ষণীয় যে, আসামী গ্রেফতারের সময় যুক্তিসঙ্গতভাবে ঠিক যতটুকু বল প্রয়োগ প্রয়োজন পুলিশ ঠিক ততটুকুই বল প্রয়োগ করতে পারে। অযৌক্তিক বল প্রয়োগ বেআইনী হিসেবে গণ্য হবে।

†MdZv‡ii ci msweavb Abhvqx Mixe, abx mK‡ji AvBbRxexi mv‡_ civgk Kivi AwaKvi i‡q‡Q|

AvBbRxexi KiYxq

- মুচলেকার বিনিময়ে বা আইনসঙ্গত অন্য কোন উপায়ে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে থানা থেকে মুক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া
- যদি থানা থেকে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে মুক্ত করা সম্ভব না হয় তবে অভিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে যথাসম্ভব দ্রুত এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট বা সংশ্লিষ্ট কোর্টে গিয়ে জামিনের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ম্যাজিস্ট্রেট বা সংশ্লিষ্ট কোর্ট থেকেও যদি জামিন না দেয়া হয় তবে পর্যায়ক্রমে জেলা জজ কোর্ট বা হাই কোর্ট বিভাগে জামিনের আবেদন করতে হয়।
- মনে রাখতে হবে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির জামিন পাওয়া নির্ভর করে তাকে কোন আইনে এবং কি অপরাধের জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে তার উপর।
- সর্বোপরি কাউকে জামিনে মুক্তি দেয়া বা না দেয়া সংশ্লিষ্ট আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা।

‡Kvb Aciva msNwUZ n‡j KiYxq

কখনো কোন অপরাধ সংঘটিত হতে দেখলে যত দ্রুত সম্ভব নিকটস্থ থানায় তা অবহিত করতে হবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে সরাসরি গিয়ে থানায় তা জানাতে হবে আর সরাসরি জানাতে দেরী হলে ফোনে কিংবা ফ্যাক্সে বা ই-মেইলের মাধ্যমে তা জানানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে পরবর্তীতে থানায় এজাহার দায়ের করতে হবে।

aviv 54 : hLb cywjk webv c‡ivqvbvq †MdZvi Ki‡Z cv‡i

(১) যে কোন পুলিশ অফিসার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অথবা পরোয়ানা ব্যতীত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গ্রেফতার করতে পারবেন-

c_gZ : কোন আমলযোগ্য অপরাধের সাথে জড়িত কোন ব্যক্তি অথবা এরূপ জড়িত হিসাবে যার বিরুদ্ধে যুক্তিসংগত অভিযোগ করা হয়েছে অথবা বিশ্বাসযোগ্য খবর পাওয়া গিয়েছে, অথবা যুক্তিসংগত সন্দেহ রয়েছে।

wØZxqZ : আইনসংগত কারণ ব্যতীত যার নিকট ঘর ভাঙ্গার কোন সরঞ্জাম রয়েছে সেইরূপ ব্যক্তি, এই আইনসঙ্গত কারণ প্রমাণ করবার দায়িত্ব তার ;

ZZxqZ : এই কার্যবিধি অনুসারে অথবা সরকারের আদেশ দ্বারা যাকে অপরাধী ঘোষণা করা হয়েছে ;

PZ_Z : চোরাই বলে যুক্তিসংগতভাবে সন্দেহ করা যেতে পারে, এরূপ মাল যার নিকট রয়েছে এবং যে এরূপ মাল সম্পর্কে কোন অপরাধ করেছে বলে যুক্তিসংগতভাবে সন্দেহ করা যেতে পারে।

cÂgZ : পুলিশ অফিসারকে তার কাজে বাধাদানকারী ব্যক্তি অথবা যে ব্যক্তি আইনসঙ্গত হেফাজত হতে পলায়ন করেছে অথবা পলায়নের চেষ্টা করে ;

lôZ : বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী হতে পলায়নকারী যাকে যুক্তিসংগতভাবে সন্দেহ করা যেতে পারে ;

mßgZ : বাংলাদেশে করা হলে অপরাধ হিসাবে শাস্তিযোগ্য হত, বাংলাদেশের বাইরে এরূপ কোন কাজের সাথে জড়িত ব্যক্তি অথবা এরূপে জড়িত বলে যার বিরুদ্ধে যুক্তিসংগত অভিযোগ করা হয়েছে, অথবা বিশ্বাসযোগ্য খবর পাওয়া গিয়েছে, অথবা যুক্তিসংগত সন্দেহ রয়েছে এবং যার জন্য সে প্রত্যর্পণ সম্পর্কিত কোন আইন অথবা ১৮৮১ সনের পলাতক অপরাধী আইন অনুসারে অথবা অন্য কোন ভাবে বাংলাদেশে গ্রেফতার হতে অথবা হেফাজতে আটক থাকতে বাধ্য ;

AógZ : কোন মুক্তিপ্রাপ্ত আসামী যে ৫৬৫ ধারার (৩) উপধারা অনুসারে প্রণীত কোন নিয়ম লংঘন করে অর্থাৎ দন্ডিত ব্যক্তির মুক্তির পর বাসস্থান বা বাসস্থান পরিবর্তন বা বাসস্থান হতে অনুপস্থিতির বিজ্ঞপ্তিকরণ সম্পর্কে সরকার কর্তৃক প্রণীত কোন নিয়ম লংঘন করলে ;

begZ : যাকে গ্রেফতারের জন্য অন্য কোন পুলিশ অফিসারের নিকট হতে অনুরোধ পাওয়া গিয়েছে। যদি যাকে গ্রেফতার করা হবে তার এবং যে অপরাধ বা অন্য যে কোন কারণে গ্রেফতার করা হবে সেই ব্যাপারে অনুরোধ প্রেরণ করেছেন, সেই অফিসার উক্ত ব্যক্তিকে আইনসংগতভাবে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারবেন।

wRwW ev †Rbv‡ij WvBix ev mvaviY WvBix

(ক) সাধারণ ডাইরী থানায় লিপিবদ্ধ করতে হয়। কোন ব্যক্তি যখন নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন কিংবা কেউ যদি হুমকি প্রদান করেন কিংবা তার উপর আক্রমণ বা অন্য কোন ক্ষতির আশঙ্কা করেন বা কাউকে দিয়ে যদি জোরপূর্বক কোন কিছু করানো হয় যেমন- দলিলে দস্তখত, স্বীকারোক্তি ইত্যাদি তাহলে ঐ ব্যক্তি নিকটস্থ থানায় গিয়ে তা লিখিত আকারে দাখিল করে প্রয়োজনীয় পুলিশী পদক্ষেপের অনুরোধ জানাতে পারেন। জিডি করার জন্য কোন ফি প্রদান করতে হয়না এবং এটি সাদা কাগজে হাতে লিখে কিংবা টাইপ করে স্বাক্ষর বা টিপসহি দিয়ে থানার কর্তব্যরত কর্মকর্তার নিকট দাখিল করতে হয়।

(খ) তবে যিনি জিডি করতে ইচ্ছুক তিনি যদি লিখতে না জানেন তবে তিনি থানার কর্মকর্তার নিকট মৌখিকভাবে তার কথা বলবেন এবং থানার কর্মকর্তা তা লিপিবদ্ধ করে পড়ে শুনাবেন এবং স্বাক্ষর বা টিপসহি নিবেন। থানা থেকে জিডির একটি কপি জিডিকারীকে প্রদান করতে হবে এবং উক্ত কপিতে জিডি-র নম্বর ও তারিখ এবং ডিউটি অফিসারের স্বাক্ষর থাকতে হবে। কোন কোন মামলা মোকদ্দমায় এ জিডি অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হয় এবং কখনো কখনো জিডির ভিত্তিতে পুলিশের গৃহীত পদক্ষেপের দ্বারা অপরাধ সংঘটন ঠেকানো যায়।

GdAvBAvi ev dv÷ Bbdi‡gkb wi‡cvU© ev GRvnvi (Gd AvB Avi)

(ক) কোন অপরাধ বা অপরাধমূলক কাজ সংঘটনের পর উক্ত বিষয়ে থানায় যে সংবাদ দেয়া হয় তাকে এজাহার বা এফআইআর বলে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে বা তার পরিবারের কেউ কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি যিনি ঘটনা ঘটতে দেখেছেন কিংবা ঘটনার কথা শুনেছেন বা অবগত আছেন তিনি থানায় এজাহার দায়ের করতে পারেন। তাছাড়া পুলিশ নিজেও এজাহার দাখিল করতে পারেন। মনে রাখতে হবে কোন অপরাধ বা অপরাধমূলক কাজ সংঘটনের পরই কেবল এজাহার হয়।

(খ) এজাহারে উল্লেখিত অপরাধ যদি ধর্তব্য অপরাধ হয় কিংবা এমন কোন ঘটনা সংক্রান্ত হয় সেক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিলে আসামীদের ধরা যাবে বা সনাক্ত করা যাবে সেক্ষেত্রে পুলিশ তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আর যদি এজাহারে বর্ণিত অপরাধ বা বিষয়টি ধর্তব্যমূলক না হয় বা পুলিশের নিকট গ্রহণীয় না হয় তবে পুলিশ এ সংক্রান্ত রিপোর্ট যথাযথ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দাখিল করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বা তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে অনুমতি নেবেন অথবা এজাহারকারীকে সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযোগ দাখিল করার পরামর্শ দেবেন।

(গ) মনে রাখতে হবে ফৌজদারী মামলায় এজাহার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তাই এজাহার লিখার সময় যতদূর সম্ভব আসামীদের পূর্ণ বিবরণ, ঘটনার স্থান, সময়, কিভাবে ঘটনাটি ঘটলো তার বিবরণ স্পষ্টভাবে দিতে হবে। কেননা এজাহারে এক ধরনের কথা লিখে পরে আদালতে সাক্ষ্য দেয়ার সময় অন্য ধরনের কথা বললে তখন মামলার সমূহ ক্ষতি

হয় এবং আসামীর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ করা দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। এজাহার লিখিত বা মৌখিকভাবে করা যায়। যদি এজাহার মৌখিকভাবে করা হয় তবে থানার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রথমেই তা লিপিবদ্ধ করবেন। লিপিবদ্ধ করার পর এজাহারকারীকে এজাহারে লিখিত বিষয় পড়ে শোনাবেন এবং এজাহারে এজাহারকারীর স্বাক্ষর বা টিপসহি নেবেন।

MZ 7 Gwcj 2003 ZwiL gnvgvb¨ nvB‡Kv‡Ui wePvicwZ †gvt nvwg`j nK I wePvicwZ mvjgv gvm` †PŠaix evsjv‡`k wjM¨vj GBW GÛ mvwf©‡mm Uv÷(eøv÷) ebvg evsjv‡`k miKvi gvgjvq, Ges MZ 4 AvM÷ 2003 ZwiL wePvicwZ Gm †K wmbnv I wePvicwZ kwidDwÏb PvKjv`vi mvBd¾vgvb ebvg evsjv‡`k miKvi gvgjvq, †dŠR`vix Kvhwewa 54 I 167 avivq †MdZvi I wigv‡Ûi †¶‡Î †ekwKQ wb‡`kbv ev¯evqb I c‡qv‡Mi wb‡`k w`‡q‡Qb| GB wb‡`kbvmg‡ni Av‡jv‡K cwjk I g¨wR‡÷U‡`i Aek¨cvjbxq KZe¨mgn wbgi/c-

১. ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটকাদেশ (ডিটেনশন) দেবার জন্য পুলিশ কোন ব্যক্তিকেই ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করতে পারবেন না।

২. কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পূর্বে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার তাঁর পরিচয় দেবেন এবং প্রয়োজনে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি সহ উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকেও তার পরিচয় পত্র দেখাবেন।

৩. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে থানায় আনার পর সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার দ্রুত গ্রেফতারের কারণসমূহ (অভিযোগ) লিপিবদ্ধ করবেন। যেমন-

- আমলযোগ্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার তথ্য
- অপরাধের বিস্তারিত তথ্য
- যে পরিস্থিতিতে গ্রেফতার করা হয়েছে সে সংক্রান্ত তথ্য
- তথ্যের উৎস এবং তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতার কারণ
- স্থানের বর্ণনা, সময় ও গ্রেফতারের সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা থানায় রক্ষিত ডায়েরীতে লিখতে হবে

৪. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন পেলে পুলিশ তা লিপিবদ্ধ করবেন এবং কাছাকাছি কোন হাসপাতালে বা সরকারী ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করিয়ে চিকিৎসার সনদপত্র সংগ্রহ করবেন।

৫. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে থানায় আনার ৩ ঘন্টার মধ্যে পুলিশ গ্রেফতারের কারণ/ অভিযোগ পত্র তৈরী করবেন।

৬. কোন ব্যক্তিকে তার বাসস্থান বা কর্মস্থল থেকে গ্রেফতার করা না হলে তাকে থানায় আনার এক ঘন্টার মধ্যে পুলিশ তার আত্মীয়স্বজনকে টেলিফোনে বা লোক মারফত গ্রেফতারের সংবাদ জানাবে।

৭. পুলিশ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে তার পছন্দনীয় আইনজীবী বা নিকটাত্মীয়'র সঙ্গে পরামর্শ বা দেখা করার অনুমতি দিতে বাধ্য।

৮. যখন কোন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ২৪ ঘন্টার মধ্যে হাজির করা হয়, তখন পুলিশ কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭(১) ধারা অনুযায়ী লিখিত বক্তব্য পেশ করবেন কেন ২৪ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন হয়নি এবং কেন তিনি মনে করেন যে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ বা তথ্যগুলো যুক্তিসঙ্গত। একই সঙ্গে মামলার প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করবেন।

৯. যদি ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রেরণকৃত পত্রে ও মামলার লিখিত ডায়েরীর বর্ণনা পড়ে সন্তুষ্ট হন যে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ বা তথ্যসমূহ যুক্তিসঙ্গত এবং তাকে জেলে রাখার যথেষ্ট উপকরণ মামলার ডাইরীতে রয়েছে, তবে তিনি গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেবেন। অন্যথায় তাৎক্ষণিকভাবে তাকে মুক্তি দেবেন।

১০. গ্রেফতারকৃত ব্যাক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ যুক্তিসঙ্গত না হওয়ায় এবং তাকে জেলে রাখার যথেষ্ট উপকরণ মামলার ডায়রীতে না থাকায় যদি ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দেন তবে, ফৌজদারী কার্যবিধি ১৯০ (১) (গ) ধারায় উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে আইনগত কার্যক্রম শুরু করবেন। একই সঙ্গে ওয়ারেন্ট ছাড়া উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার কারণে ঐ পুলিশ অফিসার দণ্ডবিধি ২২০ ধারা অনুযায়ী বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে বা উৎকোচ গ্রহণ করে উক্ত ব্যক্তিকে আটক রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন।

>>>